AROCAL-VET

এ্যারোক্যাল-ভেট

একটি তরল খাদ্য সম্পূরক

উপাদানঃ

প্রতি ২০ মিলি সলিউশনে আছে-

ক্যালসিয়াম	-	৩২৫.৬ মি.গ্রা.
ফসফরাস	-	১৬৭.৭ মি.গ্রা.
ভিটামিন ডি৩	-	১৬০০ আই.ইউ.
ভিটামিন বি১২	-	২০ মাইক্রো গ্রা.
কোলিন ক্লোরাইড	–	২৫ মি.গ্রা.

গবাদিপশুর গর্ভকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে শারীরিক সুস্থ্যতা এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে, প্রজনন ক্ষমতা ঠিক রাখতে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এবং উৎপাদনকাল দীর্ঘস্থায়ী করতে এ্যারোক্যাল-ভেট এর মধ্যে আছে গুরুত্বপূর্ন ২টি ম্যাক্রোমিনারেলস, ২টি ভিটামিন এবং কোলিন ক্লোরাইড।

বিশেষত্বঃ গবাদিপশুর গর্ভকালীন অবস্থা এবং প্রসবপরবর্তী সময়ের জন্য এ্যারোক্যাল-ভেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।

এ্যারোক্যাল-ভেট এ ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস একটি সুনির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে। ক্যালসিয়াম গবাদিপশুর শারিরীক গঠনকে (হাঁড়, দাঁত, ক্ষুর) মজবুত করে তেমনি পরবর্তীতে এটি গবদিপশুর গর্ভকালীন সময়ে বাছুরের শারিরীক গঠন ও সুস্থতা দানেও অত্যন্ত জরুরী। প্রসব পরবর্তী সময়ে দুধের উৎপাদন ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখে। ফসফরাস-ফ্যাট, প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট ভেঙ্গে শক্তি তৈরিতে সহায়তা করে। ফসফরাইলেশন এর মাধ্যমে এটি অন্যান্য হরমোন এবং এনজাইম এর কাজকে ত্বরান্বিত করে। ফসফরাস গবাদিপশুর প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এ্যারোক্যাল এ বিদ্যমান ভিটামিন ডি৩ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের শোষন এবং মেটাবলিজমে এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। ভিটমিন বি১২ রক্ত উৎপাদনে ও মেটাবলিজমে এ সহায়তা করে।

এ্যারোক্যাল-ভেট এর বিশেষত্ব হচ্ছেঃ এতে রয়েছে কোলিন ক্লোরাইড যা ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এবং হিট স্ট্রেস প্রতিরোধ করে।

ব্যবহারক্ষেত্রঃ

১. দুধের উৎপাদন বাড়াতে এবং উৎপাদনকাল দীর্ঘস্থায়ী করতে
২. গবাদিপশুর শারীরিক কাঠামো মজবুত করতে
৩. হাইপোক্যালসিমিয়া এবং মিল্কফিভার প্রতিরোধে
৪. ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এবং হিট স্ট্রেস প্রতিরোধে

মাত্রা ও প্রয়োগঃ

বড় গরুঃ দৈনিক ৫০-১০০ মি.লি এ্যারোক্যাল-ভেট খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
বাছুর/ছাগল/ভেড়াঃ দৈনিক ৪০ মি.লি এ্যারোক্যাল-ভেট খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

সরবরাহঃ ১ লিটার ও ৫ লিটার জার।